দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 13 JAN 2009
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

রাজপথে তিতুমীর কলেজ শিক্ষার্থীদের বিক্ষুব্ধ আচরণ ক্রমেই বাড়ছে

॥ মাহবুবুর রহমান জুয়েল ॥

গত শনিবার রাজপথে সরকারি তিতুমীর কলেজের ছাত্রদের নির্বিচারে শত শত গাড়ি ভাংচুরের দৃশ্য অবলোকন করেছে নগরবাসী। তাদের মনে প্রশ্ন ছিল এসব নিরীহ গাড়ির মালিকদের কি অপরাধ? কলেজের সামনে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রীর দুর্ঘটনার জের ধরে শিক্ষার্থীরা গুলশান মহাখালী এলাকায় অসংখ্য গাড়ির গ্লাস ভাংচুর করে। এসময় গাড়ির চালক ও মালিকরা শত কাকুতি মিনতী করেও বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীদের হাত থেকে রেহাই পায়নি। জানা যায়, প্রায়ই এরকম তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে সরকারি তিতুমীর কলেজের শিক্ষার্থীরা এবং রাস্তায় বেরিয়ে গাড়ি ভাংচুর শুরু করে দেয়।

অনুসন্ধানে জানা যায়, গত বছরের শেষের দিকে হঠাৎ করেই বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবিতে উত্তে দেয়া হয় সাধারণ শিক্ষার্থীদের। এসময় বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা কলেজে অধ্যক্ষের কার্যালয় ভাংচুর করে। এর কয়েক মাস আগে গাড়ি ভাংচুরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে শিক্ষার্থীদের আঘাতে কলেজের অভ্যন্তরে পুলিশ লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনা ঘটে। বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে ঢাকায় আলোচিত ছাত্র বিক্ষোভেও মহাখালী গুলশান এলাকায় তিতুমীর কলেজের শিক্ষার্থীদের বিক্ষুব্ধ মনোভাবের পরিচয় পেয়েছিল দেশবাসী।

কলেজের একাধিক শিক্ষার্থী, ছাত্র নেতা ও দীর্ঘদিন কলেজে অধ্যাপনা করছেন এমন কয়েকজন শিক্ষকের সাথে আলোচনা করে জানা যায়, শিক্ষার্থীদের এহেন আচরণের পেছনে দায়ী বিভিন্ন কারণের কথা। কলেজের অর্থনীতি বিভাগের মাস্টার্সের একজন শিক্ষার্থী নাম না প্রকাশের শর্তে বলেন, এই কলেজের নৈরাজ্যের জন্য দায়ী হলো প্রশাসনিক দুর্বলতা। এখানে এমনও ঘটনা ঘটেছে যে শিক্ষকের নির্দেশে বহিরাগত সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়েছে সাধারণ শিক্ষার্থীদের উপর। ঐ শিক্ষার্থীর মতে, 'আমাদের কলেজের প্রশাসনিক প্রধান সৎ এবং শ্রদ্ধেয় হলেও শক্তভাবে প্রশাসন নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে তার দুর্বলতা রয়েছে। এ কারণে কলেজে কোন ঝামেলা হলে পরিস্থিতি তিনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না। নাম না প্রকাশের শর্তে গণিত অনার্স শেষ বর্ষের একজন ছাত্রী বলেন, কলেজ প্রশাসন অধিক মাত্রায় ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মীদের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার কারণেই এখানে বিশৃঙ্খলা লেগেই থাকে। এই শিক্ষার্থী অভিযোগের সুরে বলেন, কলেজে বিশৃঙ্খল অবস্থা সৃষ্টি হলে কলেজ প্রশাসন ছাত্র সংগঠনগুলির কর্মীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে যায়। তিতুমীর কলেজ শিক্ষক পরিষদের সাধারণ সম্পাদক সালমা জাহান ইত্তেফাককে বলেন, এসব বিক্ষোভে অনেক সময়েই দেখা যায়, বহিরাগতরা জড়িত থাকে। কলেজ প্রশাসনের কোন দুর্বলতা নেই জানিয়ে তিনি বলেন, শিক্ষার্থীরা বিক্ষুব্ধ হলে তখন কলেজ প্রশাসনের পক্ষে তা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না। কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি আমজাদ হোসেন বলেন, তিতুমীর কলেজে বর্তমানে শিক্ষার্থী সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়া এবং শিক্ষক ও শ্রেণী কক্ষ সংকটের কারণেই দিন দিন শিক্ষার্থীদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ বেড়ে যাচ্ছে। কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি শাহআলম চৌধুরী বলেন, নিষিদ্ধ কিছু ছাত্র সংগঠন আছে যারা কলেজে দীর্ঘদিন ধরে প্রকাশ হওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আমি মনে করি, এসব সংগঠনের নেতা-কর্মীরাই তিতুমীর কলেজের সাম্প্রতিক বিশৃঙ্খলার জন্য দায়ী।

তিতুমীর কলেজের শিক্ষার্থীদের সাম্প্রতিক সময়ের ভাংচুরের ঘটনার সাথে জড়িত থাকার বিষয়টি একেবারেই অস্বীকার করছেন কলেজের অধ্যক্ষ ড. একেএম জাফর হোসেন। তিনি ইত্তেফাক প্রতিনিধির কাছে প্রশ্ন রেখে বলেন, কেউ প্রমাণ দেখাতে পারবে আমার কলেজের কোন শিক্ষার্থী ভাংচুরের সাথে জড়িত? এসময় গত ১০ জানুয়ারীর কথা উল্লেখ করলে তিনি এটিকে বিচ্ছিন্ন একটি ঘটনা বলে উল্লেখ করেন। এদিকে সাধারণ শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, কলেজ গেটে পুলিশ উপস্থিত থাকলেও কলেজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলে তাদের তৎপরতা লক্ষ্য করা যায় না। এ বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে কথা বলার জন্য গুলশান থানায় যোগাযোগ করলে জানানো হয় তিনি উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে মিটিংয়ে ব্যস্ত আছেন।

শনিবার কলেজের সামনে গাড়ির ধাক্কায় আহত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রীর মৃত্যুর গুজবে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা রাস্তায় বেরিয়ে আসে -ইত্তেফাক